দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

26

ভর্তির সুযোগ

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে মোট ৪ লাখ ৪ হাজার ৪শ' ২ জন। অথচ, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৬ লাখ ৬১ হাজার ৯শ' ৮ জন। অর্থাৎ ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫শ' ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু, যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের এক বিরাট অংশ কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে না বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সারাদেশে সরকারী-বেসরকারী মিলে কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হচ্ছে মোট ৮শ' ৯৩টি। এর মধ্যে ২৫টি সরকারী কলেজে আসন সংখ্যা ২৫ হাজার ৪২টি এবং ৪শ' ১৬টি। বেসরকারী কলেজে সর্বমোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ৬৪টি। এছাড়া, সরকারী ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ১শ' ৮৫টি এবং বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ২শ' ৬৭টি। এতে ১ লাখ ৩০ হাজার আসন রয়েছে। সুতরাং কলেজ ও ডিগ্রী কলেজসহ সর্বমোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৯৫ হাজার ৭শ' ৯৭টি। উত্তীর্ণ ছাতর-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে কলেজসমূহে আসন না থাকায় প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার ৭শ' ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনিতেই আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার হার দিন দিন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তদুপরি কলেজসমূহে আসন সংখ্যার অভাবে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ভর্তি হবার সুযোগ না পায় তা হলে এটা একান্তই দুঃখজনক বলতে হবে। কাজেই, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আরো কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের তরুণ সমাজকে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায় এ বছর প্রায় ২ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। এসব ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ব্যর্থতা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করার পথে হতাশাগ্রস্ত হবে। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু, এরাও যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার পরিচয় দিতে পারে না এটা হলফ করে বলা যায় না। কাজেই, তারা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে যাতে স্বীয় মেধার পরিচয় দিতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাদের সে সুযোগ দেয়া অপরিহার্য।

প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার সুযোগ পেতো। এক্ষেত্রে অবশ্যই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা পরিহার করে একটি স্বাধীন জাতির চেতনা নিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত তরুণ যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তুলতে হবে। উচ্চ শিক্ষার নামে বেকারত্বের অভিশাপ যেন তাদেরকে আর স্পর্শ না করে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। তা হলেই ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরবে না।